Episode No. – 17

Water & Life

সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষে সৌম্য ভট্টাচার্য

চরিত্র	১।	প্রশান্ত	–	শিক্ষক
	২।	ভ্যানওলা	–	পাড়ার বাসিন্দা
	৩।	মা	–	প্রশান্তর মা
	৪।	বাবা	–	প্রশান্তর বাবা
	৫।	রহিত শর্মা	-	ইঞ্জিনিয়ার
	৬।	বিজয় সেন	-	প্রধান শিক্ষক
	৭।	সুমন্ত	-	ছাত্র
	৮।	কালাম	-	ছাত্র
	৯।	গীতিকা	-	ছাত্রী
	১০।	সনাতন	-	স্কুলের দারোয়ান

□□□□□ – □

[প্রশান্ত, বিদ্যালয়ের পরিবেশের শিক্ষক শহরে নিজস্ব ফ্ল্যাট। সেখানে উনি একাই থাকেন। এখন চললেন দেশের বাড়ি।]

[□□□□□□□ □□□□ , □□ □□ .....]

প্রশান্ত	:	(ফোনে কথা বলছেন) – মা, আমি আসছি। তোমার হাতের খাবার অনেকদিন খাওয়া হয়েনি। তোমাদের জন্য একটা ভালো মোবাইল ফোন কিনেছি। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। লুচি ..... (ফোন কাটার টু... টু... শব্দ) হ্যালো, হ্যালো ..... হ্যা.....লো ....., মা শুনতে পাচ্ছ এবার। হ্যাঁ, এক মাস মত ছুটি হ্যাঁ,. মা এক মাস.....

(স্টেশনে ট্রেন থামল, লোকজন ওঠানামার শব্দ, চেঁচামেচি)

প্রশান্ত	:	(একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের মনে মনে বলে উঠল), আঃ ....., এখানে এসে যেন ধরে প্রাণ ফিরে এলো। (বলে ভ্যানওলাকে বলল) ভাই যাবে ?
ভ্যানওলা	:	হ্যাঁ বাবু যাবো, বসুন। বাবু চেনা চেনা লাগছে। মাস্টারমশাই নাকি?
প্রশান্ত	:	তাহলে চিনতে পেরেছ দেখছি। তারপর কেমন আছো বল। এদিকের খবর বল।
ভ্যানওলা	:	আমরা ঐ একই রকম আছি গো বাবু, আমাদের জীবনে তো আর কোন নতুন নেই গো বাবু। তবে গ্রামে কি একটা বড় বাজার হবে। তাই কমল বাবুদের সেই বিশাল পুকুরটা ভরাট করে বাড়ি তৈরি হবে। ঐখানে নাকি খুব সস্তায় সবরকম জিনিস পাওয়া যাবে, একদম শহরের মতন। আমাদের আর শহরে যেতে হবেনা।
প্রশান্ত	:	কি বলছ কি? সর্বনাশ .....
ভ্যানওলা	:	কেন বাবু? ওখানে সস্তার জিনিস পাওয়া যাবেনা? তাহলে কি অন্য কিছু হবে? আমাদের বোকা বানাচ্ছে?
প্রশান্ত	:	এতই যখন বাজার করার শখ তো যাও না শহরে গিয়ে থাক, গ্রামে আছ কেন বাপু ? ওরা মিথ্যে বলছে না ..... তবে এই জীবন্ত গ্রামটাকে গলা টিপে মেরে ফেরতে আসছে।
ভ্যানওলা	:	মানে ?
প্রশান্ত	:	ওসব তোমার ঘটে এত তাড়াতাড়ি ঢুকবে না। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাস ব্যাস, কত দেব ?
ভ্যানওলা	:	পনেরো টাকা।
প্রশান্ত	:	এই নাও। পাঁচটা টাকা দাও।
ভ্যানওলা	:	বাবু সকাল থেকে বউনি হয়নি, খুচরো নেই।
প্রশান্ত	:	আমার কাছেও খুচরো নেই। ঠিক আছে ওটা তুমি রেখে দাও।
ভ্যানওলা	:	আপনাদের মঙ্গল হোক্ বাবু। আমি বরং আপনাকে পরে ঐ নতুন মার্কেটের জায়গাটাতে নিয়ে যাব। গোটা গ্রাম আনন্দে মেতে আছে ঐ বাজারের আশায়।
প্রশান্ত	:	মা, ও মা, কোথায় গেলে সব?
প্রশান্তর মা	:	প্রশান্ত। বাবা এসেছিস, আয় আয়।
প্রশান্ত	:	মা, বাবা কোথায় গেছে গো ? দেখছি না তো ?
প্রশান্তর মা	:	তার কথা আর বলিস না, তুই আসছিস শুনে মাছ কিনতে গেছে, সঙ্গে আবার শর্মাবাবুকেও নিয়ে গেছে।
প্রশান্ত	:	শর্মাবাবু ? উনি আবার কে ? মা তোমার জন্য একটা ভালো মোবাইল ফোন এনেছি।
প্রশান্তর মা	:	কথা পরে হবে বাবা। আনেক সকালে বেড়িয়েছিস, আগে হাতে মুখে জল দিয়ে দুটো খেয়ে নে। পরে সব বলছি।

(জলের শব্দ, হাত-মুখ ধোয়ার শব্দ)

প্রশান্ত	:	মা খাবার দাও। কি করেছো ? কতদিন তোমার হাতের লুচি খাইনি গো।
প্রশান্তর মা	:	তোর পছন্দের লুচিই করলাম।
প্রশান্ত	:	আহা ..... কতদিন তোমার হাতের লুচি খাইনি যে।

(রান্নাঘরে থালাবাসনের শব্দ)

প্রশান্তর মা	:	এই নে বাবা, খা। তুই কত রোগা হয়ে গেছিস রে। খাওয়া-দাওয়া কি ঠিক মত করিস না। কত করে বলছি আমায় নিয়ে চল, কিছুতেই আমাকে নিয়ে যাবি না।
প্রশান্ত	:	মা, শহরে গেলে তোমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবে। এতো খোলা-মেলা পরিবেশে থাকা তোমাদের অভ্যাস। পারবে না তোমরা। আমার কি একা একা থাকতে ভাল লাগে বল? আমারও তো ইচ্ছা করে তোমাদের সঙ্গে এক সাথে থাকতে। কিন্তু উপায় নেই। কি করি বল ? শহরে নিয়ে গেলে তোমরা কিছু দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়বে।
প্রশান্তর মা	:	তা আমাদের না হয় নাই বা নিয়ে গেলি, এবার তো একটা বিয়ে কর ..... জানিস তোর বাবা একটা ভালো মেয়ে দেখেছে। শুনেছি ভালো দেখতে, লেখাপড়া নাকি বেশ অনেকটা করেছে।
প্রশান্ত	:	(গলা চড়িয়ে) মা ....., আবার শুরু করেছো ? একটু খেতে দেবে শান্তিতে। আহা ..... কি দারুণ হয়েছে, আহা .....। শহরে এতো বড় বড় দোকানের লুচি খাই তবে এত ভালো কোথাও পাইনা। সেই একই রকমের স্বাদ। ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ে গেল আমি লুচি খেতে বায়না করতাম, আর বাবা আমায় রাগাতো।

(দূর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে)

প্রশান্তর মা	:	কি হল খোকা ? খেতে খেতে থেমে গেলি ?
প্রশান্ত	:	মা, ঐ কান্নার শব্দটা কোথা থেকে আসছে ?
প্রশান্তর মা	:	আর বলিস না, সেকি সর্বনাশের কাণ্ড, নিখিলের ছেলে রনি, ফুটফুটে ছেলেটা, সেদিন শ্যামলদের পুকুরে ডুবে মারা গেছে। ওদের একটাই মাত্র ছেলে ।
প্রশান্ত	:	সেকি গো ? ছোটদের তো একটু চোখে চোখে রাখা দরকার বল। ক্ষতিটা কার হল ?
প্রশান্তর মা	:	কি বলবো। মা গো মা। ভগবানই জানেন কি হচ্ছে। পরিবারটার ওপর কার যে কুনজর পড়ল, কে জানে। সামনের বুধবার ঐ পুকুর পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।
প্রশান্ত	:	মা ..... কিসব অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বলছ। এগুলো বলতে মানা করেছি না তোমায়। পুকুরে ছোট বাচ্ছারা পড়ে গেলে মারা তো যাবেই, এটাই স্বাভাবিক। এর পিছনে তোমাদের ঠাকুর দেবতার কোন সম্পর্ক নাই।
প্রশান্তর মা	:	ও তুই বুঝবি না, বাবা। তুই আজকাল কার ছেলে, ঠাকুর দেবতার কুনজর এসব তোরা মানবি নে ? তোকে আমি বোঝাতেও পারবো না। এসব পুরনো কাল থেকেই লোকেরা বিশ্বাস করে আসছে, আমি আর কি করে অবিশ্বাস করি বল ? নে তুই ভালো করে খা। আর দুটো লুচি দিই?
প্রশান্ত	:	আমি তোমাকে বুঝিয়ে পারবো না। কোনোদিন কোন ঠাকুরকে তুমি নিজের চোখে দেখেছ ? যা কোনোদিন চোখে দেখনি, তা বিশ্বাস কর কিভাবে ? বাস্তবে এদের কোন অস্তিত্ব নেই, আর কোনোদিন ছিলও না। সে যাই হোক। বাবা কখন ফিরবে মা ?

(প্রশান্তর বাবা ও রহিত শর্মার প্রবেশ)

প্রশান্তর বাবা	:	কই গো, তোমার মাস্টারমশাই এলো নাকি? কই তোমার ব্যস্ত ছেলে ? বছরে একবার বাবামার কাছে আসার সময় নাকি সে নাকি পায়না। আমরা তো আর চাকরি করিনি। (রহিত শর্মাকে) আসুন আসুন। কই গেলে, ধর ধর। মাছটা ধর। রহিতকে একটু জল দাও। দেখ হাতে পায়ে কাদা মেখে কি করেছে।
প্রশান্তর মা	:	আসছি আসছি, এই নাও বাবা। ইস্ ছেলেটা এখানে কি করতে এসেছে আর তুমি তাকে কাদা মাখিয়ে এনেছ। বাব্বা, এত বেশ পাকা রুই!
প্রশান্তর বাবা	:	আরে, ওর পেশা হল ইঞ্জিনিয়ারিং। কাদা না মাখলে মাঠে ঘাটে কাজ করবে কি করে।
রহিত শর্মা	:	আরে মাজি, না.....শহরমে এইসা নহি ভোগতনে হোতা । ইহা গাওমে... বহুত আচ্ছা লাগা।
প্রশান্তর মা	:	তোমরা তো বাজারে গেলে মাছ কিনতে, পুকুরে আবার কখন গেলে ? কাদের পুকুরে গেছিলে ?
প্রশান্ত	:	বাবা, এনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ?
প্রশান্তর বাবা	:	ইনি হলেন রহিত শর্মা। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এই গ্রামে একটা বিশেষ কাজে এসেছেন। তাছাড়া আমার সহকর্মীর পুত্র। ওর বাবা আমার খুব ভালো বন্ধু। আমরা একসঙ্গে চল্লিশ বছর চাকরি করেছি। ও আমার ছেলের মতন। আমি তো বলেই দিয়েছি যতদিন এই গ্রামে ও কাজ করবে, এটাই ওর নিজের বাড়ি মনে করে থাকবে। আর রহিত, এ হল আমার একমাত্র ছেলে প্রশান্ত। শহরের একটি নামী স্কুলের শিক্ষক। এনভিরনমেন্টাল স্টাডি হল ওর বিষয়।
রহিত শর্মা	:	হ্যালো প্রশান্ত্ বাবু .....। বহুত আচ্ছা লাগা আপসে মিলকে। হামার বাংলা অত ভালো আছে না। থোরা পিনেকা পানি মিলেগা মাজি, বহুত প্যায়স লাগা।
প্রশান্তর মা	:	হ্যাঁ বাবা, দিচ্ছি দিচ্ছি।
প্রশান্তর বাবা	:	প্রশান্ত আমাদের খুব ভাল ছেলে। শহরের স্কুলের মাস্টারমশাই মানেই তো বুঝতে পারছ। ও এই গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
রহিত শর্মা	:	জি জি, বহুত অচ্ছা, বহুত অচ্ছা।
প্রশান্তর মা	:	এই নাও বাবা জল। এবার আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো তোমরা। অনেক বেলা হল।
প্রশান্ত	:	বাবা ঐ বড় রুই মাছটা কি আমাদের পুকুরের মাছ ?
প্রশান্তর মা	:	না...না, আমাদের পুকুরে মাছ আর হয়না। ওটা তো মরা পুকুর। ঐ পুকুরে যতবারই মাছ ছাড়া হয় ততবারই সব মাছ কিছু দিন পর মরে যায়। বড় আর হয় কই। তোর বাবাকে তো বলেছি ঐ পুকুরটা বুজিয়ে দিতে। ঐ পুকুর থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।
রহিত শর্মা	:	কি বলছেন .....মাজি ..... এই মছলি তো অ্যাপলোক কা তালাও সে মিলা ।
প্রশান্তর মা	:	বল কি বাবা ? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিনা।
প্রশান্তর বাবা	:	হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমাদের পুকুরে এবার অনেক মাছ হয়েছে। আমি তো নিজেই আশা করিনি যে এবছর এতো মাছ হবে। ওটা আমার বাবার স্মৃতি। ওটা আমি কিছুতেই বোজাতে পারবো না।

(জলের শব্দ, হাত-মুখ ধোয়ার ও রান্নাঘরে থালাবাসনের শব্দ)

প্রশান্ত	:	মা কি আবোল-তাবোল বলছ বলত। পুকুর কি কোন দিন মরা হয়। নিশ্চয় পুকুরের জলে

		কিছু রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বেশি বা কম হয়েছে। সে জন্য বা কোন কারণে পুকুরের পরিবেশটা উপযুক্ত হচ্ছে না মাছেদের পক্ষে। তাই মাছ বাঁচছিল না।
প্রশান্তর মা	:	সে আমি কি জানি। মাছ হচ্ছে না। হলে মরে যাচ্ছে। বছরের পর বছর বাবা এই একই হাল যে দেখে আসছি।
প্রশান্ত	:	মাঝে মাঝে পুকুরের জল পরীক্ষা করতে হয় । তারপর ঠিক মত যত্ন নিলে পুকুরে মাছ হবে। পুকুর মরা বলে পুকুর বুজিয়ে দিতে হবে এই ধরণের কথা মানায় না। বিজ্ঞানের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে এ কথা ভুলে যেও না।
প্রশান্তর বাবা	:	(খেতে খেতে) আর বলিস না, আমি তো তোর মাকে কিছুতেই সে কথা বোঝাতে পারলাম না। লুচিটা খুব ভাল হয়েছে। আর দুটো দাও, ওকেও দাও। প্রশান্ত তুই খাবিনা।
রহিত শর্মা	:	ব্যস ..... ব্যস, মাজি ঔর নেহি।
প্রশান্ত	:	হ্যাঁ বাবা, আমার হয়ে গেছে।
প্রশান্তর মা	:	আচ্ছা বাবা, তুই বল .....আমাদের তো কোন কাজেই আসেনা। তবে হ্যাঁ গ্রামের লোকেরা ঐ পুকুরে স্নান, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া এই সব করে আরকি । আমাদের তো কোন কাজে লাগে না বাবা।
প্রশান্ত	:	এইবার বুঝেছি কেন আমাদের পুকুরে মাছ মারা যাচ্ছে।
রহিত শর্মা	:	কাহে বলিয়ে তো মাষ্টার সাহেব ....
প্রশান্ত	:	কারণটা হল কাপড় কাচা, পুকুরের জলে সাবান ব্যবহার করলে জলে খারের পরিমাণ বেড়ে যায়, যেটা পুকুরের জলের বিশুদ্ধ পরিবেশটাকে দূষিত করে। তাই সেটা সব জলজ জীবের সুস্থ জীবন যাপনের বাধা সৃষ্টি করে।
প্রশান্তর মা	:	কিন্তু বাবা, এই কথাটা গ্রামের লোককে কি করে বলি, ওরা কি বিশ্বাস করবে ? ওরা কি মানবে ? ভাববে আমরা আমাদের পুকুর ওদের ব্যবহার করতে দেবো না বলে এসব বলছি ? আর ওরাই বা কাপড়-জামা কোথায় ধোবে বল, সবার তো আর পুকুর নেই।
প্রশান্ত	:	মা সবাইকে কারণটা ভালো করে বোঝাতে হবে তাহলেই সবাই মানবে, বুঝবে। আর কাপড় কেউ পুকুরে না কেঁচে বালতি করে জল তুলে নিয়ে অন্য জায়গাতে গিয়ে কাচুক। আমরা তো আর পুকুর ব্যবহার করতে বারণ করছি না।
রহিত শর্মা	:	(খাবার পর মুখ ধুতে ধুতে বলল) মাস্টার জি, আভি আপকা কুছ কাম আছে ? আমি তাহলে হ্যামারা প্লানটা আপনাকে একটু দেখাতে চাই।
প্রশান্ত	:	আজ্ঞে, আমি আপনার ইঞ্জিনিয়ানিং-এর ব্যাপার কি আর বুঝব। ঐ ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। চলুন গ্রামটা একটু ঘুরে আসি। বহুদিন পর গ্রামে এলাম তো। একটু অক্সিজেন নিয়ে আসি। শহরে এটার খুব অভাব।
প্রশান্তর বাবা	:	চল চল, আমিও যাব।
রহিত শর্মা	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপভি চালিয়ে। বহুত অচ্ছা লাগেগা।
প্রশান্তর মা	:	হ্যাঁগো, ছেলেটা আজই এলো, আর তোমরা এখনই ওকে নিয়ে বার হচ্ছ ? একটু জিরতে দাও না ওকে, বিকেলে না হয়ে বেরিও।
প্রশান্তর বাবা	:	আরে আমরা তো ঘুরতেই যাচ্ছি। প্রশান্তের ভালোই লাগবে। শর্মা তো আজই চলে যাবে। ওর কাজও শেষ। কি শর্মা ?

রহিত শর্মা	:	জি.....জি.... মেরা কাম হো গিয়া। কাল সুবা হামকো রিপোর্ট করনা। চালিয়ে চালিয়ে.....আঙ্কেলজি চলিয়ে।

□□□□□ – □

(হাঁটতে হাঁটতে কথা চলবে।পাখির ডাক, গরুর ডাক ইত্যাদি শব্দ শোনা যাবে)

প্রশান্ত	:	গ্রামে গাছপালা, আর পুকুর এত বেশি আছে বলেই এখানে তাপমাত্রা কত কম। আর শহরে টেঁকা যায় না গরমে। কেমন যেন দমটা বন্ধ হয়ে আসে, গা জ্বালানি গরম। আচ্ছা শর্মাজি, আপনার প্রজেক্টটা কি নিয়ে ?
প্রশান্তর বাবা	:	ও ঐ কমলদের পুকুরটা বুজিয়ে যে মার্কেট হবে, সেই প্রজেক্টে কাজ করছে। ওদের কোম্পানি ঐ পুকুরটা কিনেছে অনেক টাকা দিয়ে। কমলের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই ওর টাকার প্রয়োজন। তাই ও পুকুরটা বিক্রি করে দিল।
প্রশান্ত	:	কি .....? কি বলছ কি তুমি? মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাতে পুকুর বিক্রি। আবার সেই পুকুর বুজিয়ে হবে মার্কেট? পুকুর বোজানো বেআইনি। বাবা শহরগুলো বেঁচে আছে আমাদের মতন কিছু গ্রামের দিকে চেয়ে। এই গাছপালা, পুকুর এগুলো শহরে খুব অভাব। আর এই অভাব কিছুটা পূরণ করে এই গ্রামগুলো। আর তোমরা সেখানে পুকুর বুজিয়ে মার্কেট তৈরি করতে দিচ্ছ? দিনে দিনে জনসংখ্যা যত বাড়ছে, শহরগুলো, এই সমস্ত গ্রামগুলোর উপর নির্ভরতা ততই বাড়ছে, আর তোমরা এই কাজে সম্মতি দিচ্ছ। বাঃ এটা তোমাদের থেকে আশা করা যায় না বাবা, তুমি না গ্রামের ছেলে।
রহিত শর্মা	:	লেকিন মাস্টারসাহেব গাওকা ডেভেলপমেন্ট বাত শোচনা পারেগা। আর একটা, দুটা তালাও কেয়া ফারাক পরতা হে।
প্রশান্তর বাবা	:	শর্মা তো খুব একটা ভুল বলছেনারে বাবু, এই গ্রামের মানুষ চায় যে এখানে একটা মার্কেট হোক, তাই না হয় ..... ওরা তো একটু উন্নতি আশা করে বল।
প্রশান্ত	:	না.....না.....না। কিছুতেই হতে পারেনা। বাবা তোমরা এটা বোঝার চেষ্টা কর। জল আমাদের পরিবেশের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর তোমরা কিনা সেই উপাদান ধ্বংস করতে চাইছ? .....না.....না.....বাবা। এটা হতে পারেনা – এই কাজ এখুনি বন্ধ কর।
রহিত শর্মা	:	(প্রচণ্ড রেগে, গলা চড়িয়ে) আপকা সমঝানা বহুত মুশকিল হে ..... আপলোক পড়ালিখা আদমি আছেন তো ..... জলদি জলদি বাত মানতে নেহি.....। একঠো বাত হে না, 'কুছ নয়ে চিজ কে লিয়ে কুছ পুরানা কো খোনা পারতা হে'। ইতনা বড়া গ্রামকে বারেমে সোচিয়ে। একটো তালাও বহত ছোটা চিজ হে, ইহা এক মার্কেট বনে গা তো ইহা বহুত আদমি কো কাম মিলে গা। ওর উপর সে ওহ চিজ মিলেগা জো পানেকে লিয়ে সিটি মে যানা পরতা হে। আপ কা এক তালাওকে পিছে পরে হে ।
প্রশান্ত	:	না না, আপনার ঐ পুরো ব্যাপারটাই ভুল, অন্যায়, অনুচিত, ঐ প্রজেক্ট এখুনি বন্ধ করুন। আগে পরিবেশ, তারপর উন্নতি, বিলাসিতা .....গাছের ফল পাড়ার জন্য গাছে চড়তে হয়, নাকি গাছের ডাল কেটে ফল পেতে চেষ্টা করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়ে।
রহিত শর্মা	:	আপ উতনা মাত সোচিয়ে মাস্টার জি। হামলোগভি এনভিরনমন্টালিস্ট হায়জি জো

		মার্কেট ইহা বনেগা, উসকা চারো তরফ হামলোক পেড় লাগা দেঙ্গে। বহুত অক্সিজেন মিলে গা আপ কো।
প্রশান্ত	:	ওসব কথা আপনি বাদ দিন, এই গ্রামে পুকুর বুজিয়ে কোন কাজ করা যাবে না।
রহিত শর্মা	:	আপ তো বাত মানতেই নেহি মাস্টার জি। আভি বাহুত লেট হও গয়া ..... মাস্টার ..... জি ..... আভি ওর কুছ করনে কা বাচা নেহি।
প্রশান্ত	:	সব হবে, দেশে আইন বলে একটা বস্তু আছে কি বুঝলেন শর্মাজি.....। আপনারা পারবেন না এই গ্রামবাসীদের কাছে। আপনার প্রজেক্ট বন্ধ হবেই, ভাল চান তো এখুনি বন্ধ করুন।
রহিত শর্মা	:	আপ কেয়া কিজিয়েগা ? কেস্ ? – নেহি কার সাকিয়েগা, কিউকি পুকুর আভি হামলোগোকা পাশ হে – আপনি কিছু করতে পারবেন না মাষ্টারজি, ... হ্যা ... হ্যা...হ্যা। আঙ্কেলজি আপকা বেটেকো সমঝাইয়ে। আভি আপ কোলকাতা মে রাহেতে হে, হামলোক কা বিচমে না আয়ে তো আপকা ভালাই হোগা।
প্রশান্ত	:	আমরা কালই পঞ্চায়েতের কাছে যাব। গ্রামবাসিদের নিয়ে মিটিং করব, তাদের বোঝাব। এই গ্রামে কিছুতেই পুকুর বুঝিয়ে মার্কেট তৈরি হতে দেওয়া যাবে না।
প্রশান্তর বাবা	:	কিন্তু.....।
রহিত শর্মা	:	আপক যো করনা হায় কর লিজিয়ে। আপ কুছ করতে পারবেননা মাষ্টারবাবু। সব কিছু আপকা স্কুল মাত সামঝিয়ে। কি আপকা বাত সাবক মাননা পারেগা।
প্রশান্তর বাবা	:	প্রশান্ত তুই বোঝার চেষ্টা কর। গ্রামে একটা মার্কেট হোক্ এটা সবাই খুব করে চাইছে।
প্রশান্ত	:	বাবা তুমি কেন বুঝতে পারছনা গ্রামের উন্নতি হোক এটা আমিও চাই, কিন্তু .....।
রহিত শর্মা	:	কিন্তু কেয়া মাষ্টারজি .....
প্রশান্ত	:	কোন অবস্থাতে এতবড় একটা পুকুর বুঝিয়ে কোন যে উন্নতির কথা তোমরা বলছ, সেটা আপাত দৃষ্টিতে উন্নতি বলে মনে হলেও আসলে আমাদের খুব বড় ক্ষতি। জল ছাড়া এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পাড়া যায় না। না ... না কালই আমরা পঞ্চায়েত অফিসে যাব। এটা কিছুতেই হতে পারেনা। কাজটাও বেআইনি।
রহিত শর্মা	:	ঠিক হে আপ কো জো করনা হে কারিয়ে, হামভি দেখে গে আপ কেয় কার সাকতে হে। আঙ্কলজি মে আভি ঘার বপাস যা রহা হু। মাস্টার জি হামারা মুড বিগার দিয়া।
প্রশান্তর বাবা		প্রশান্ত তুই আমার একটা কথা শোন।
প্রশান্ত	:	বাবা ওকে যেতে দাও। আমাদের আইনের সাহায্য নিতে হবে। ইস, আমি যে কেন কিছুদিন আগে গ্রামে এলাম না। কালই প্রধানের কাছে যাব।

□□□□□ – □

(□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□)

প্রশান্ত	:	স্যার, আসতে পারি?
পঞ্চায়েত প্রধান	:	আসুন। কে আপনি ? কি চাই ? আরে রমেনদা যে! একি আপনার ছেলে নাকি ?
প্রশান্তর বাবা	:	হ্যাঁ স্যার ও আমার ছেলে। শহরের একটি স্কুলের শিক্ষক।
পঞ্চায়েত	:	হ্যাঁ বল বাবা, কি দরকার ?

প্রধান		
প্রশান্ত	:	স্যার, আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বড় পুকুরটা হল কমল কাকুর। আর ঐ পুকুরটা বুজিয়ে নাকি মার্কেট হচ্ছে। সে খবরটা নিশ্চয় আপনার কাছে আছে।
পঞ্চায়েত প্রধান	:	হ্যাঁ, খবরটা আছে। তো?
প্রশান্ত	:	পুকুর বোজানোর আইনী অনুমতি তার মানে তাও আছে?
পঞ্চায়েত প্রধান	:	সেটা আমি দেখে নিয়েছি। তুমি কি চাও সেটা বল।
প্রশান্ত	:	স্যার, পুকুরটার পাশেই স্কুল। জল ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা।
পঞ্চায়েত প্রধান	:	তা করুক। পুকুর তো আর স্কুলের নয়।
প্রশান্ত	:	তা নয়। তবে পরিবেশের কথা ভেবে আপনি বাধা দিন ও কাজে। কাজটাও আইনি নয়।
পঞ্চায়েত প্রধান	:	গ্রামবাসীদের অনেক দিনের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে।
প্রশান্ত	:	এত সর্বনাশের ইচ্ছাপূরণ।
পঞ্চায়েত প্রধান	:	কিন্তু বাবা, গ্রামের উন্নতির জন্য তো কিছু কিছু পুকুর বোজাতেই হবে বল। আমাদের গ্রামে সবই তো হয় পুকুর, নয় তো চাষের জমি আর বসতি এলাকা।
প্রশান্ত	:	গ্রামকে গ্রামের মত থাকতে দিন স্যার।
পঞ্চায়েত প্রধান	:	তুমি শহরে থাক। মার্কেট তোমাদের হাতের কাছে। কিন্তু গ্রামবাসিদের কিছু কেনার জন্য সেই শহরে ছুটে যেতে হয়। তাই এই মার্কেট আমাদের খুব দরকার। আমি এই গ্রামের জন্য কিছু করে যেতে চাই।
প্রশান্ত	:	স্যার, তাহলে পুকুর বোজানো হোক। এটা আপনি আটকাবেন না ?
পঞ্চায়েত প্রধান	:	না বাবা, ওরা আমার সম্মতি নিয়েই কাজ শুরু করেছে। আর তাছাড়া পুকুরটা তো বিক্রিও হয়ে গেছে। কমলের টাকার খুব প্রয়োজন, সামনে মেয়ের বিয়ে। তাই আমিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।
প্রশান্ত	:	আপনি আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান। আপনি জানেন বিয়ের বয়সের সীমা?
পঞ্চায়েত প্রধান	:	তুমি আমাকে ঠিক কি বলতে চাইছ? তোমার ধারনা আছে কত বেকার ছেলেরা কাজ পাবে ? আমি থাকতে এই গ্রামে উন্নতি হবে না এ আমি হতেই দেব না। গ্রামবাসীদের কষ্ট আমি বুঝি।
প্রশান্ত	:	(ধীরে ধীরে বলবে) আমিও বুঝি। সবটা না হলেও কিছুটা। কমলকাকুর মেয়ে সরকারী কন্যাশ্রী প্রকল্পে সাহায্য পায়। ওর বয়স মেরেকেটে পনেরো বছর। এই বিয়েটাও বেআইনি কাজ হচ্ছে।
পঞ্চায়েত প্রধান	:	হুম। রমেনবাবু আপনি শুনলেন সব। পঞ্চায়েত প্রধান আমি। আমাকে সবাইকে নিয়ে চলতে হয়।
প্রশান্ত	:	আমিও জানি পঞ্চায়েত প্রধান আপনি। এখানে বেআইনি কাজ হচ্ছে দুটো। এবং সেটা আপনি মানবেন না ? আমরা চাই আপনি বেআইনি কাজ করতে দেবেন না। ঠিক আছে আসি।

(গ্রামের রাতের পরিবেশের শব্দ, খেতে খেতে কথা হচ্ছে)

প্রশান্তর মা	:	বাবা, কটা দিনের জন্য একটু ছুটি কাটাতে এসেছিস। কি দরকার এসব ব্যাপারে নাক গলানোর, ছেড়ে দেনা ওরা যা খুশি করুক।
প্রশান্তর বাবা	:	দেখ বাবু যা বলছে তা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না, কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াটা খুব কঠিন। পঞ্চায়েত প্রধানও এর সঙ্গে জড়িত। ভয় কি হয় জানিস, জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করার ফলাফল তা কি জানিস তো ?
প্রশান্ত	:	বাবা এত ভয় পেলে চলবে না। কমল কাকু অন্যায় কাজ করে বিপদে পড়বেন।
প্রশান্তর বাবা	:	তোকে তো বলেছি কে কে এর পেছনে আছে।
প্রশান্ত	:	যে করেই হোক পুকুরটাকে বাঁচাতেই হবে, কিন্তু .....
প্রশান্তর বাবা	:	কিন্তু কি ?
প্রশান্ত	:	আমাকে লড়াই করার জন্য কিছুর একটা সাহায্য নিতে হবে।
প্রশান্তর বাবা	:	কিন্তু কার সাহায্য নিবি ? সবাই তো তোর বিপক্ষে।
প্রশান্ত	:	আমার সাথে পড়তো সঞ্জয়, সুষেন, শান্তনু তোমাদের মনে আছে? ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে। বিমল কাকুর ব্যাপারটা ওরা দেখছে। তাছাড়া সময় আছে বিডিও সাহেবের নজরে আনা হবে। আর পুকুরের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। গ্রামের মানুষকেও বোঝাতে হবে।
প্রশান্তর মা	:	কি বলছিস কি ? গ্রামবাসীদের অনেক দিনের ইচ্ছা গ্রামে একটা মার্কেট হোক, আর তুই সেটা হতে দিচ্ছিস না, ওরা কি তোকে সাহায্য করবে ?
প্রশান্ত	:	করবে করবে। ওদের একটু বোঝাতে হবে। আর আমার এই লড়াইয়ের হাতিয়ার হবে এই গ্রামের ছোট বাচ্চারা। যাদের জন্য আমার এই প্রতিরোধ।

□□□□□ – □

(গ্রামের স্কুল, ছাত্রছাত্রীদের হৈ চৈ শব্দ)

প্রশান্ত	:	স্যার আপনাকে আমি সব বললাম। এবার সিদ্ধান্ত আপনাদের।
বিজয়	:	আমাকে শান্তনুবাবু সব বলেছেন। বিষয়টা নিয়ে টিচার কাউন্সিলেও আলোচনা ও সহমত হয়েছে। বিডিও সাহেবের সাথেও আমার কথা হয়েছে।
প্রশান্ত	:	ছাত্রছাত্রীদের আমি একবার মিট করতে পারি?
বিজয়	:	অবশ্যই। আপনার ও শান্তনুবাবুর প্ল্যান আমি জানি। চলুন।

(□□□□□□□□□□ ক্লাসরুমে বিজয় ও প্রশান্ত)

বিজয়	:	আস্তে। সাইলেন্স। আমাদের মধ্যে প্রশান্তবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। উনি শহরের খুব নামী স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু আমাদের খুব গর্বের বিষয় হল যে উনিও তোমাদের মত এই গ্রামেই মানুষ হয়েছেন। প্রশান্তবাবু তোমাদের কিছু বলবেন, তোমরা কিন্তু মন দিয়ে শুনবে।
প্রশান্ত	:	আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব। তোমরা তার উত্তর দেবে। বলত আমাদের পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি কি কি ? তুমি বল।
সুমন্ত	:	মাটি, জল, বাতাস .....
প্রশান্ত	:	বা খুব ভালো। বলত জলের অন্য নাম কি ? তুমি

কালাম	:	জীবন।
প্রশান্ত	:	কেন বলত জলের অপর নাম জীবন ?
ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই	:	জানি না তো স্যার ?
প্রশান্ত	:	কারণ জল ছাড়া কোন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আমাদের শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশ জল থাকে। প্রকৃতির যে চক্র চলে তাতে জলের খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জল ছাড়া চাষবাস সম্ভব নয়, জল ছাড়া গাছের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল ছাড়া বৃষ্টি হবে না, আর বৃষ্টি না হলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে না। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে প্রাণের অস্তিত্ব আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হবে যাবে। তাই জলকে বাদ দিয়ে কোন প্রাণী, উদ্ভিদ কেই বাঁচতে পাড়বে না। তাই জলের অপর নাম জীবন। আর আমাদের এই জলকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
সুমন্ত	:	সংরক্ষণ ? স্যার আমরা তো পড়েছি পৃথিবীতে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। তাহলে তো জলের পরিমাণ প্রচুর। তাহলে সংরক্ষণ করব কেন ?
প্রশান্ত	:	কারণ আমাদের পৃথিবীর মোট পরিমাণ জলের মাত্র ২.৩ শতাংশ জলই ব্যাবহার যোগ্য। আর বাকি ৯.৮ শতাংশ জল লবণাত্মক যা ব্যবহার করা যায় না, তাই আমাদের এই সামান্য পরিমাণ জল সমস্ত জনসংখ্যার ব্যবহারের একমাত্র সম্বল। যদি আমরা এই জলের অপব্যবহার করি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি মানুষের ব্যবহার যোগ্য জল শেষ হয়ে যাবে। তাহলে বুঝেছ জলের সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন ?
বিজয়	:	আচ্ছা বলত আমাদের গ্রামের প্রধান জলের উৎস কি ?
কালাম	:	স্যার ....., টিউবওলের জল আর পুকুরের জল।
প্রশান্ত	:	বলত, পুকুরের জল আর কি কাজে লাগে ?
কালাম	:	স্যার, মাছ থাকে।
প্রশান্ত	:	ঠিক তাই। তাহলে আমরা যদি পুকুর বুজিয়ে দি, তাহলে কি হবে ?
কালাম	:	পুকুরের সব মাছেরা মারা যাবে, পুকুরের জল আর থাকবে না। তাহলে স্যার আমাদের গ্রামে যে পুকুর বুঝিয়ে মার্কেট হবে শুনলাম, তাহলে তো আমাদের জল সংরক্ষণ করা হবে না।
প্রশান্ত	:	সেটাই তো হচ্ছে সবথেকে বড় সমস্যা। আমাদের কোনটা বেশি প্রয়োজন মার্কেট না গ্রামের ঐ পুকুরটা।
ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই	:	পুকুরটা .....।
প্রশান্ত	:	তাহলে চল আমরা আজ থেকে একটা কাজ শুরু করি। আমরা আজকে সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি, যে আমাদের গ্রামে জল সংরক্ষণের সবরকমের দায়ভার আমরাই গ্রহণ করব।
সুমন্ত	:	কিন্তু স্যার, এটা আমরা করব কি ভাবে ?
প্রশান্ত	:	খুব সহজে এই কাজ করা সম্ভব। আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সকল গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য জল সংরক্ষণ করা কতটা জরুরী। আর এটাও বোঝানোর চেষ্টা করব যে জল আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, জল ছাড়া জীবন অর্থহীন। কি তোমরা পারবে তো ?

সুমন্ত	:	পারবো স্যার আমরা শপথ নিচ্ছি আজ থেকে আমরা জলের বন্ধু হলাম।
বিজয়	:	বা ..... কি সুন্দর। কিন্তু তোমরা এই যে মহান কাজের শপথ নিয়ে তোমাদের দলের তো একটা নাম হওয়া উচিত। কি নাম দেওয়া যায় বলত ?
প্রশান্ত	:	একটা কাজ কর তোমরা যখন জলের বন্ধু, তাই তোমাদের দলের নাম 'জলবন্ধু'।
বিজয়	:	কি পছন্দ তো ?
সুমন্ত	:	খুব পছন্দ হয়েছে স্যার। আমরা হলাম 'জলবন্ধু'।
গীতিকা	:	আচ্ছা স্যার, আমাদের গ্রামের জলের উৎস তো টিউবওলের আর পুকুর। কিন্তু শহরের জলের উৎস কী ? শহরে তো আর পুকুর নেই।
প্রশান্ত	:	খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। শহরে জলের উৎস হল শুধুমাত্র মাটির তলার জল। শহরে একসময়ে পুকুর ছিল। কিন্তু সেগুলো বুঝিয়ে বড় বড় অট্টালিকা তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে বেড়েছে জনসংখ্যার হার ফলে দেখা দিয়েছে জলের ব্যাপক সঙ্কট। শহরের লোকেদের জল কিনেও খেতে হয়। তা কি তোমরা জান ?
গীতিকা	:	জল কিনে খেতে হয় ? জল তো প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। আমাদের তো জলের জন্য কোন টাকা দিতে হয়না।
বিজয়	:	আরে বোকা ..... স্যার তো সেটাই বলতে চাইছেন। আমাদের গ্রামে যদি পুকুর বুঝিয়ে মার্কেট বানানো হয়, তাহলে কিছু বছর পর আমাদেরও জলের সঙ্কট দেখা দেবে এবং তখন আমাদেরও খাবার জল কিনে খেতে হতে পারে। তোমরা কি সেটাই চাও ? পুকুর না থাকলে চাষের জল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জল কোথা থেকে আসবে ? মাছ চাষ কি করে হবে ?
কালাম	:	তাহলে তো স্যার পুকুরও সংরক্ষণ আমাদের করতে হবে।
বিজয়	:	ঠিক বলেছ। আমাদের প্রথম কাজ গ্রামবাসীদের বোঝানো আর দ্বিতীয় কাজ সারা বছর ধরে জলের সংরক্ষণ যাতে হয় সেদিকে নজর রাখা।

(প্রচুর লোকের হৈ চৈ ও লরির শব্দ)

সনাতন	:	(ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে) স্যার শহর থেকে বড় বড় ট্রাক আসছে। মার্কেটের কাজ এবার শুরু হবে। আমাদের আর শহরে যেতে হবে না।
প্রশান্ত	:	সর্বনাশ ! আমাদের এখুনি যেতে হবে। ওদেরকে আটকাতেই হবে... কি তোমরা পারবে তো ?
ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই	:	আমাদের পারতেই হবে স্যার।

(প্রচণ্ড কোলাহল, লরির আওয়াজ, ছাত্রদের হৈ চৈ আর উত্তেজিত গ্রামবাসীদের কথা শোনা যাবে)

রহিত শর্মা	:	এ ক্যায়া কিয়া প্রশান্ত্ বাবু ? ইতনে ছোটে ছোটে বাচ্চা লোগো কো ইহা কিউ লে আয়ে ? বাচ্চে লোগ কো দিখাতে এনেছেন হামাদের কাম। বহুত আচ্ছা ..... বহুত আচ্ছা।
কালাম	:	আমরা হলাম জলের বন্ধু। আমরা বন্ধুকে বাঁচাতে এসেছি।
রহিত শর্মা	:	লেকিন বাবুলোগ ইহাপে তো আভি কাম হোগা। আপলোক কই মাঠপে যাকে খেলিয়ে।
গীতিকা	:	আমাদের মেরো না। আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি ?

রহিত শর্মা	:	আপলোগ কউন ইতো বতাইয়ে ?
কালাম	:	আমরা এই পুকুরে থাকি, আমরা মাছ, জলজ জীব এই পুকুরটাই আমাদের ঘর। আমাদের মেরো না।
সুমন্ত	:	আমরা হলাম এই পুকুরের জলের ওপর নির্ভরশীল জলজ উদ্ভিদ। আমরা তোমাদের অক্সিজেন দিয়ে উপকার করি, আমরা বাঁচতে চাই।
কালাম	:	পুকুর না থাকলে জল আমরা পাব কোথা থেকে ? আমরা তো তোমাদের ফল-ফুল দিই বল ? তোমরা খাবে কি ? আমরা না থাকলে। আমাদের কষ্ট দিও না।
সুমন্ত	:	আমরা হলাম গ্রাম্য পরিবেশ। আমাদের গলা টিপে মেরে দিও না। গাছপালা, জল, জলজ প্রাণী, পুকুর, মাটি সবাই হল আমার পরিবারের সদস্য। আমাদের পরিবার ভেঙ্গে দিও না।
গীতিকা	:	আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি। আমরা ক্রমশ তোমাদের বাঁচার মত পরিবেশ সৃষ্টি করি। আমরা জীবন্ত, আমাদেরকে মেরে মৃত ইট সিমেন্টের শহর বানিও না। আমাদের বাঁচতে দাও, তাহলে তোমরাও বাঁচতে পারবে। আমাদের মৃত্যু তোমাদেরও মৃত্যুর কারণ হবে। এই পুকুর বুজিয়ে কোনভাবেই ইট সিমেন্টের মার্কেট হতে দেবনা। আমরা জীবন্ত, আমরা জীবন্তই থাকতে চাই। এতগুলো প্রাণকে তোমরা শেষ করে দিও না।
প্রশান্ত	:	আমি বলেছিলাম না, আপনি কিছুতেই এই প্রজেক্ট এখানে করতে পারবেন না। আপনি হেরে গেছেন। গ্রামবাসীদের আপনাদের মতন লোকেরা ভুল বুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে গ্রামগুলো লুট করে শহরে রূপান্তর করেন। কিন্তু আমাদের গ্রাম আজীবনই আদর্শ জীবন্ত গ্রাম হিসাবে থাকবে।
রহিত শর্মা	:	কুছু সমঝমে নেহি আতা। হামভি ছোড়নে বালা আদমি নেহি। হামলোক বহুত পায়সা লাগায়া ইস প্রজেক্টকে লিয়ে, হামভি ছোড়নে বালা নেহি।
প্রশান্ত	:	ছাড়তে আপনাদের হবেই। ওই যে বিডিও সাহেব আর থানার বড়বাবু আসছেন। ওঁদের আমরা গ্রামবাসীরা সব লিখিত ভাবে জানিয়েছি। বেআইনি কাজ করে আপনারা পার পাবেন না।

(ছাত্রছাত্রীরা একসাথে হৈ হৈ করে উঠবে, গ্রামবাসীরা যোগ দেবে। আবহসঙ্গীত)

সমাপ্ত